

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর

### প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গবেষণায় দেখা গেছে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হলে বস্তিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং তরুণী ও কিশোরীদের উপর সহিংসতার হার কমে আসে

নতুন গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, জেভার ও নারীর প্রতি সহিংসতা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও আইনী সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও সেবাদান, এবং এলাকার নারী ও পুরুষদের এসব কাজে যুক্ত করলে বস্তিতে কিশোরী ও তরুণীদের ওপর সহিংসতা কমে।

ঢাকার ১৯টি বস্তিতে সম্প্রতি পরিচালিত একটি উদ্ভাবনমূলক প্রয়োগধর্মী গবেষণা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০ মাসব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনার পর ১২,০০০ নারী ও পুরুষের উপর জরিপ করে দেখা গেছে যে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীর উপর দাম্পত্য নির্যাতনের মাত্রা কমে এসেছে, এবং মহিলারা অপ্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে অধিক হারে সহায়তা পাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

আজ আইসিডিডিআর,বিতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে “গ্লোয়িং আপ হেলদি এ্যান্ড সেইফ” বা “সেইফ” শীর্ষক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত এইসব ফলাফল প্রকাশ করা হয়। “সেইফ” হচ্ছে সর্বপ্রথম উদ্যোগ যেখানে দলগত অধিবেশন ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন-এর মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, জনগোষ্ঠীকে এই কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, কার্যকর আইনী ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ দেওয়া –সব একই সাথে করা হয়েছে। এই কার্যক্রম শুধুমাত্র “সেইফ” সদস্যদের মধ্যে নয় পুরো বস্তি এলাকায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এই কার্যক্রম প্রয়োগ করে নিম্ন আয়ের কিশোরী ও তরুণীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কমানো সম্ভব।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা, সেবা প্রদানকারী কয়েকটি সংস্থা সম্বলিত একটি কনসোর্টিয়াম আইসিডিডিআর,বি’র নেতৃত্বে এই অগ্রগামী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করে। এই কনসোর্টিয়ামের সদস্য **Bangladesh Legal Aid and Service Trust (BLAST), Marie Stopes Bangladesh, Nari Maitree, the Population Council and We Can Campaign.**

আজকের সেমিনারে বক্তৃতা প্রদানকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, জনাব তারিকুল ইসলাম বলেন, “যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জনে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কি করণীয় “সেইফ” প্রকল্প

সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে। এই গবেষণার ফলাফল এইসব বিষয়ে নীতি-নির্ধারণে ও কার্যক্রম গহণে সহায়তা করবে।”

বিশ্বের জনবহুল নগরীগুলোর অন্যতম ঢাকা। ২০১৫ সাল নাগাদ এই নগরীর জনসংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী নগরায়ণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নগরীর বস্তুগুলোয় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরের অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী নারী এবং গ্রামীণ নারীর চাইতে বস্তুবাসী নারীরা এসব বিষয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। তুলনামূলকভাবে তাঁরাই বেশি সহিংসতার শিকার হন। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগও তাঁদের ক্ষেত্রে অপরিপূর্ণ।

আইসিডিডিআর,বি'র সিনিয়র সায়েন্টিস্ট এবং “সেইফ” প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর রুচিরা তাবাসুসুম নভেদু উল্লেখ করেন যে, “উন্নয়নশীল বিশ্বে “সেইফ” হচ্ছে প্রথম কার্যক্রম যেটি বস্তু এলাকায় নারীর প্রতি দাম্পত্য সহিংসতাহ্রাস করতে পেরেছে।” ড. নভেদু আরো বলেন যে, “সচরাচর কিশোরীদের নির্যাতিত হবার ঝুঁকি অনেক বেশী। এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যে এই কিশোরীরাই “সেইফ” প্রকল্প থেকে বেশি লাভবান হয়েছে।”

**BLAST** এর অনারারী ডিরেক্টর ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, “সহিংসতার শিকার না হওয়ার অধিকার আপনার রয়েছে” - “সেইফ” শুধুমাত্র সেটাই বলছে না, বরং সবাইকে আরো জানাচ্ছে, যদি তেমনটাই ঘটে যায়, তাহলে আপনি কোথায় যাবেন, আপনি কি করতে পারবেন, কে আপনাকে সাহায্য করবে ইত্যাদি।”

“সেইফ” প্রকল্প পরিচালনাকারী কনসোর্টিয়াম মনে করে যে, এই প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত।

**Population Council** -এর সিনিয়র এ্যাসোসিয়েট ড. সাজেদা আমিন বলেন, “এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে”। তিনি আরো বলেন, “আমাদের প্রকল্পের কাজ অন্য এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া, “সেইফ” -এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নির্ধারণও অত্যন্ত জরুরি।”

নেদারল্যান্ড দূতাবাস “সেইফ” প্রকল্পে অর্থসহায়তা প্রদান করে। নেদারল্যান্ড দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিজ ইলা ডি ভুদু আজকের সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশন এবং ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ড্যানিডা) পপুলেশন কাউন্সিলকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করে।

###

###

**For details, please contact:**

Ms Nasmeen Ahmed  
Senior Manager Communications,  
Communications and Development  
Office: +880-2-9820523-32, Ext. 3106  
Email: [nasmeen@icddrb.org](mailto:nasmeen@icddrb.org)

**Notes to the Editor:****About icddr,b**

icddr,b (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh) is a not-for-profit international health research institution located in Dhaka. Dedicated to saving lives through research and treatment, icddr,b addresses some of the most critical health concerns facing the world today, ranging from improving neonatal survival to HIV/AIDS. In collaboration with academic and research institutions throughout the world, icddr,b conducts research, training and extension activities, as well as programme-based activities, to develop and share knowledge for global lifesaving solutions.

**About BLAST**

BLAST is the largest dedicated NGO providing legal services in Bangladesh. It uniquely provides access to legal aid across the spectrum, from the village courts, up to the Supreme Court, through legal education, alternative dispute resolution, individual advice, and casework as well as public interest litigation. It works through community legal aid clinics, a specialised legal staff and a pro bono network of lawyers. Established in 1993 by a resolution of the Bangladesh Bar Council, its mission is to ensure access to justice for those living in poverty or facing discrimination.

**About Population Council**

The Population Council confronts critical health and development issues—from stopping the spread of HIV to improving reproductive health and ensuring that young people lead full and productive lives. Through biomedical, social science, and public health research in 50 countries, we work with our partners to deliver solutions that lead to more effective policies, programs, and technologies that improve lives around the world. Established in 1952 and headquartered in New York, the Council is a nongovernmental, nonprofit organization governed by an international board of trustees..

**About WE CAN Bangladesh (WE CAN)**

We Can Alliance is a collective platform of civil society, organizations, individuals, institutions and others aim of ending domestic violence against women. The initiative was launched in late 2004.

**About Nari Maitree**

Nari Maitree (NM) Women's Solidarity is a non-governmental and non-profitable voluntary organization was founded in 1983 with a mission to empower the disadvantaged poor and vulnerable women, adolescents,youth and children characterized by slum dwellers and pavement dwellers, Street, Hotel and Brothel based sex workers and their children, child labour, including ethnic minority groups for establishing their rights in the family and as well as in the society.

**About Marie Stopes Bangladesh**

**Marie Stopes** was established in 1988 in Chittagong following a survey by Marie Stopes International (MSI) which highlighted the need for a high quality family planning service in the region with a vision to

providing the improved sexual and reproductive health (SRH) and well being of women, men and adolescents in Bangladesh.